বুরো বাংলাদেশ-এর অভ্যন্তরীণ মুখপত্র

আলো

অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৭ • সংখ্যা-১১ • বর্ষ-৩

BURO
Bangladesh

BURO Bangladesh

প্রত্যয়

বুরো বাংলাদেশ-এর অভ্যন্তরীণ মুখপত্র

অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৭ • সংখ্যা-১১ • বর্ষ-৩

সম্পাদকীয়

স্বাগতঃ ২০১৮! নতুন বছরের শুভেচ্ছা সকলকে। এ বছরের প্রথম সংখ্যা হিসাবে **'প্রত্যয়'** এর একাদশতম সংখ্যা প্রকাশিত হলো।

বুরো বাংলাদেশ তার সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসাবে দেশের দরিদ্র পরিবারের মেধাবী অসহায় শিক্ষার্থীদের পরবর্তী শিক্ষার সুযোগ করে দিতে **'শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচী'** নামে একটি সেবামূলক কর্মসূচী চালিয়ে আসছে যার মাধ্যমে প্রতিবছর এমন কয়েকজনকে এইচ.এস.সি পরীক্ষা দেয়া পর্যন্ত শিক্ষা ব্যয়ভার বহন করা হয়ে থাকে। গত ১১ ডিসেম্বর এক অনুষ্ঠানে নির্বাচিত ২৪ জন অদম্য মেধাবী ছাত্রছাত্রীর হাতে বুরো বাংলাদেশ-এর শিক্ষা সহায়তা প্রদান কর্মসূচীর অর্থ তুলে দেয়া হয়।

গত প্রান্তিকে কর্মসূচীর মান উন্নয়ন, বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং সম্প্রসারণের জন্য করণীয় নির্ধারণের উদ্দেশ্যে বুরোর ২২টি টীম দেশব্যাপী প্রত্যেকটি শাখা পরিদর্শন এবং কর্মীদের সাথে মত বিনিময় করেছে। সবশেষে প্রতিটি এলাকায় শাখা ব্যবস্থাপকসহ সকল কর্মীদের নিয়ে একটি করে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে যেখানে আপনারা-আমরা সকলেই উপস্থিত ছিলাম। এ প্রক্রিয়ায় সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য আপনাদের প্রত্যেককে আন্তরিক অভিনন্দন।

আপনাদের সম্মিলিত উদ্যোগ এবং আন্তরিক প্রচেষ্টায় নতুন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং কর্মসূচীর মান উন্নয়নে আমরা অবশ্যই সফল হব। আশা করি আপনাদের সুচিন্তিত পরামর্শ এবং অঙ্গীকারসমূহ বুরোর সকল কর্মসূচী এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের গতিকে আরও ত্বরান্বিত করবে।

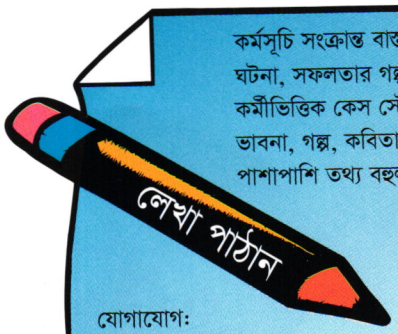

কর্মসূচি সংক্রান্ত বাস্তব অভিজ্ঞতালব্ধ ঘটনা, সফলতার গল্প, সদস্য বা কর্মীভিত্তিক কেস স্টোরি, নতুন নতুন চিন্তা ভাবনা, গল্প, কবিতা, ছড়া, কৌতুকের পাশাপাশি তথ্য বহুল লেখা পাঠান।

এছাড়াও প্রত্যয় সম্পর্কিত আপনাদের মতামত সাদরে গৃহীত হবে।

যোগাযোগ:
নার্গিস মোর্শেদ, উর্ধ্বতন ব্যবস্থাপক
মনিটরিং ও রিপোর্টিং, প্রধান কার্যালয়।
ফোন: ০১৭৩৩২২০৮৫৪

অদম্য মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে শিক্ষা সহায়তা প্রদান

দেশব্যাপী দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক উন্নয়নে বুরো বাংলাদেশ একদিকে যেমন উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে তেমনি তাদের জীবনধারার সার্বিক মান উন্নয়নে যথা- শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিবেশ উন্নয়নেও বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করে চলেছে। বুরো নিয়মিতভাবে বিভিন্ন স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠায় সহায়তার পাশাপাশি বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র/ছাত্রীদের বৃত্তি প্রদান, ভবন নির্মাণ, কম্পিউটার প্রদান, সাউন্ড সিস্টেম প্রদান, অডিও সিস্টেম স্থাপনের মাধ্যমে শ্রেণী কক্ষে পাঠদান ইত্যাদি নানাবিষয়ে সহায়তা প্রদান করে আসছে। বুরো বাংলাদেশ তার সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসাবে দেশের দরিদ্র পরিবারের মেধাবী অসহায় শিক্ষার্থীদের পরবর্তী শিক্ষার সুযোগ করে দিতে **'শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচী'** নামে একটি সেবামূলক কর্মসূচী চালিয়ে যাচ্ছে। প্রতিবছর এই কর্মসূচীর মাধ্যমে মেধাবী অথচ লেখাপড়া চালিয়ে যেতে অসমর্থ এমন দরিদ্র পরিবারের সন্তানদের মধ্য থেকে অন্ততঃ ২৫-৩০ জনের এইচ.এস.সি পরীক্ষা দেয়া পর্যন্ত ব্যয়ভার বহন করা হয়ে থাকে। একইসাথে উক্ত পরিবারের কর্মক্ষম কোন সদস্যকে আয়-রোজগার সহায়ক কর্মে নিযুক্তকরণে প্রয়োজনীয় আর্থিক সেবা প্রদান করা হয়।

গত ১১ই ডিসেম্বর এক অনুষ্ঠানে নির্বাচিত ২৪ জন অদম্য মেধাবী ছাত্রছাত্রীর হাতে বুরো বাংলাদেশের শিক্ষা সহায়তা প্রদান কর্মসূচীর অর্থ তুলে দেয়া হয়। প্রধান কার্যালয় মিলনায়তনে আয়োজিত ঐ অনুষ্ঠানে ২৪ জন শিক্ষার্থী, তাদের অভিভাবকবৃন্দ এবং সংস্থার পরিচালকবৃন্দসহ সিনিয়র কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি জনাব ড. মো: আব্দুর রাজ্জাক, এমপি। মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটির সম্মানীত এক্সিকিউটিভ ভাইস-চেয়ারম্যান জনাব অমলেন্দু মুখার্জী এবং বিশিষ্ট সমাজসেবী এ্যাডভোকেট নিলীমা ইব্রাহীম বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বুরো বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালক জনাব জাকির হোসেন। স্বাগতঃ ভাষণ দেন পরিচালক অর্থ জনাব মোশাররফ হোসেন। প্রধান অতিথি এবং বিশেষ অতিথিকে বুরোর ক্রেষ্ট এবং পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে বুরো বাংলাদেশের কার্যক্রমের উপর একটি ডিজিটাল উপস্থাপনা করা হয়। নিজ নিজ বক্তব্যে আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ বুরো বাংলাদেশ-এর এই উদ্যোগে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং দরিদ্র পরিবারের মেধাবী শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষার সুযোগ করে দিতে বুরো আরও অবদান রাখবে বলে আশা প্রকাশ করেন। তাঁরা এ ব্যাপারে সকল ধরণের সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

বুরো বাংলাদেশের শিক্ষা সহায়তা প্রাপ্ত মেধাবী শিক্ষার্থীদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

মো. শরিফুল ইসলাম
পিতার নাম: মো. মিজানুর রহমান
মাতার নাম: মোছা. শিউলী খাতুন
ঠিকানা: গ্রাম ও ডাকঘর: চিকাশী, উপজেলা: ধুনট জেলা: বগুড়া।

সৌরভ চৌহান
পিতার নাম: মানিক চৌহান
মাতার নাম: মিনা চৌহান
ঠিকানা: গ্রাম: শহীদ আনোয়ার হোসেন সড়ক (কালী মন্দির), ডাকঘর: গাইবান্ধা উপজেলা ও জেলা : গাইবান্ধা।

পল্লবী রানী রায়
পিতার নাম: পবিত্র নাথ রায়
মাতার নাম: রত্না রানী রায়
ঠিকানা: গ্রাম: দক্ষিণ গড্ডিমারী, ডাকঘর: সিংগীমারী, উপজেলা: হাতীবান্ধা, জেলা: লালমনিরহাট।

মোছা. আঁখি মনি
পিতার নাম: মো. আলী আজম
মাতার নাম: মোছা. জয়নব নেছা
ঠিকানা: গ্রাম: মধ্য গড্ডিমারী, ডাকঘর: মিলন বাজার, উপজেলা: হাতীবান্ধা জেলা: লালমনির হাট।

মোছা. আঁখি মনি
পিতার নাম: মো. ফজলুল হক
মাতার নাম: মোছা. আমিনা বেগম
ঠিকানা: গ্রাম: উত্তর গোবধা, ডাকঘর দুর্গাপুর, উপজেলা: আদিতমারি, জেলা: লালমনির হাট।

মোছা. সাবিহা খাতুন
পিতার নাম: মো. হোসেন আলী
মাতার নাম: মোছা. মিরা বেগম
ঠিকানা: গ্রাম: আড়পাড়া
ডাকঘর: নতুন উপশহর
উপজেলা: যশোর সদর, জেলা: যশোর।

প্রিয়াংকা দাস
পিতার নাম: পবন কুমার দাস
মাতার নাম: অর্চনা দাস
ঠিকানা: গ্রাম: শিবনগর, ডাকঘর: নলডাঙ্গা, উপজেলা: কালীগঞ্জ
জেলা: ঝিনাইদহ।

আলামিন হাওলাদার
পিতার নাম: ইমাম হোসেন হাওলাদার
মাতার নাম: শাহিনুর বেগম
ঠিকানা: গ্রাম: উত্তর হোগলা, ডাকঘর: হোগলা বেতকা, উপজেলা: কাউখালী
জেলা: পিরোজপুর।

মো. হান্নান
পিতার নাম: মো. সিরাজ
মাতার নাম: সামছুন নাহার
ঠিকানা: গ্রাম: মধ্যম বাগ্যা, ডাকঘর: চরজব্বর, উপজেলা: সুবর্ণচর, জেলা: নোয়াখালী।

ফয়জুল ইসলাম
পিতার নাম: শামসুল হুদা
মাতার নাম: জান্নাত আরা
ঠিকানা: গ্রাম: ভারুয়াখালী, ডাকঘর: ভারুয়াখালী, উপজেলা: কক্সবাজার, জেলা: কক্সবাজার।

মো. সাহীন হক
পিতার নাম: মো. সফিকুল ইলাম
মাতার নাম: মোসা. পিয়ারা বেগম
ঠিকানা: গ্রাম: খোষাল পাড়া, ডাকঘর: গোমস্তাপুর, উপজেলা: গোমস্তাপুর
জেলা: চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

মোছা: খায়রুন নাহার সুপ্ত
পিতার নাম: মো. শাহিন আলম
মাতার নাম: মোছা. আফিয়া বেগম
ঠিকানা: গ্রাম: রৌহা, ডাকঘর: ধানগড়া
উপজেলা: রায়গঞ্জ, জেলা: সিরাজগঞ্জ।

মো. ওয়াহেদ আলী
পিতার নাম: ফেলু কবিরাজ
মাতার নাম: আরজিনা বেগম
ঠিকানা: গ্রাম: রঘুনাথপুর
ডাকঘর: সালামপুর
উপজেলা: লালপুর, জেলা: নাটোর।

মো. শাহিদুল ইসলাম
পিতার নাম: মো. আ. হান্নান
মাতার নাম: মোছা. নাছিমা খাতুন
ঠিকানা: গ্রাম: শ্রীকোলা
ডাকঘর: উল্লাপাড়া, উপজেলা: উল্লাপাড়া
জেলা: সিরাজগঞ্জ।

মোছা. শারমিন পারভীন
পিতার নাম: শাহজান আলী
মাতার নাম: মোছা. মালা বিবি
ঠিকানা: গ্রাম: সাহাপুকুরিয়া
ডাকঘর: প্রসাদপুর, উপজেলা: মান্দা
জেলা: নওগাঁ।

মোছা. সোনিয়া ইয়াসমিন
পিতার নাম: মো. সাজেদুর রহমান
মাতার নাম: মোছা. শিরিনা বেগম
ঠিকানা: গ্রাম: লক্ষীকোল
ডাকঘর: লক্ষীকোল
উপজেলা: বড়াইগ্রাম, জেলা: নাটোর।

মোসা. ময়ুরী খাতুন
পিতার নাম: মো: জেন্টু মিয়া
মাতার নাম: মোসা: মুসলেমা বেগম
ঠিকানা: গ্রাম: দুর্লভপুর পাড়া
ডাকঘর: গোমস্তাপুর, উপজেলা: গোমস্তাপুর, জেলা: চাপাইনবাবগঞ্জ।

মো. দেলোয়ার হোসেন
পিতার নাম: মো. আদম আলী
মাতার নাম: মোছা. রওশন আরা বেগম
ঠিকানা: গ্রাম: বড়কাটি গ্রাম, ডাকঘর: বড়কাটি গ্রাম, উপজেলা: মানিকগঞ্জ
জেলা: মানিকগঞ্জ।

রোমানা জান্নাত
পিতার নাম: রমজান আলী
মাতার নাম: রৌশনারা বেগম
ঠিকানা: গ্রাম: আমলাতলী, ডাকঘর: নন্নীবাজার, উপজেলা: নালিতাবাড়ী
জেলা: শেরপুর।

মো. মামুন মিয়া
পিতার নাম: মো. আ: হামিদ
মাতার নাম: মোছা. মিলন মালা
ঠিকানা: গ্রাম: দাতারাটিয়া, ডাকঘর: হেমগঞ্জ বাজার, উপজেলা: নান্দাইল
জেলা: ময়মনসিংহ।

মো. তুহিন মিয়া
পিতার নাম: মো. আব্দুস সোবান
মাতার নাম: মোছা. পারুল বেগম
ঠিকানা: গ্রাম: সতিষা খালপাড়া
ডাকঘর: গৌরীপুর, উপজেলা: গৌরীপুর, জেলা: ময়মনসিংহ।

সনজিতা মোহন্ত
পিতার নাম: অনন্ত মোহন্ত
মাতার নাম: সুকৃতি
ঠিকানা: গ্রাম: ধীতেশ্বর, ডাকঘর: মুন্সিবাজার, উপজেলা: কমলগঞ্জ
জেলা: মৌলভীবাজার।

মো. শাহজাহান
পিতার নাম: মো. নূর হোসেন
মাতার নাম: মোছা. নাজমা বেগম
ঠিকানা: গ্রাম:ভালুককান্দি, ডাকঘর: টাঙ্গাইল, থানা: টাঙ্গাইল, জেলা: টাঙ্গাইল।

আশা খাতুন
পিতার নাম: মৃত: জাহাঙ্গীর হোসেন
মাতার নাম: জবেদা বেগম
ঠিকানা: গ্রাম: চাঁচড়া, ডাকঘর: তুলারামপুর, উপজেলা: নড়াইল সদর,
জেলা: নড়াইল।

অদম্য মেধাবীদের স্বপ্ন পূরণে বুরো বাংলাদেশ

দুঃখে যাদের জীবন গড়া তাদের কী আর দুঃখে ভীত হলে চলে? একদমই না। জীবনের শুরুতেই দারিদ্র আর নানা প্রতিকূলতার সঙ্গে নিত্য লড়াই ওদের নিয়তি। তাই বলে কি অভাবের কাছে হার মানা? সে অসম্ভব। শত প্রতিকূলতা, যেকোন পরিস্থিতির সাথে নিরন্তর সংগ্রাম করেও জীবনে বড় হওয়ার স্বপ্ন আঁকা ওদের চোখে। ভাল ফলাফলে দুচোখ ভরা উচ্ছাস, সেই সাথে আছে উচ্চ শিক্ষার ব্যয় ভার মিটানোর দুশ্চিন্তা। আরো আছে সব প্রতিবন্ধকতাকে দুমড়ে মুচড়ে বড় হওয়ার অদম্য প্রচেষ্টা। বন্ধু-বান্ধবসহ সহপাঠী, শিক্ষক আর শুভাকাঙ্খীদের সহমর্মিতা, পরামর্শ তাদের সাফল্যের পেছনে প্রেরণার বাতিঘর হিসাবে ভূমিকা রেখেছে।

এমনই এক মেধাবী ছাত্র সৌরভ চৌহান। চায়ের দোকানদার মানিক চৌহান-এর ছেলে সৌরভ চৌহানের বাড়ি গাইবান্ধার শহীদ আনোয়ার হোসেন সড়কে । একজন স্বল্প উপার্জনক্ষম চা বিক্রেতার কাঁধে চার জনের খরচ চালানোর বোঝা মাথায় নিয়ে সময় পার করতে হয় মানিক চৌহানের। পুরো পরিবার তার অন্ধকারে নিমজ্জিত। কীভাবে দিন যায়, রাত কাটে সেটা উপর ওয়ালায় জানেন। রাত কাটে তাদের ভোরের চিন্তায়। ভোর আসলে ভাবে রাত আসবে কখন। সেখানে তাদের ভোর সুন্দর সুরভীত স্নিগ্ধতায় ভরে উঠে না। ভোর শুরু হয় চায়ের পেয়ালা পরিষ্কার আর চা বানানোর টুনটুন ঠুনঠুনানিতে। রাজনৈতিক, পারিবারিক, দেশী বিদেশী কথ কতার ঝর তোলে চায়ের কাপে। সে ঝড়ে মানিক চৌহানের মনে ঝড় বয় কত দ্রুত সে চা বানাবে। আর খদ্দের যত আসবে বুকের ঝড় ত ত ক ম বে ।

> ওরা আঁধার ঘরের উজ্জ্বল প্রদীপ। ওরা জানে স্বপ্ন বুনতে, কাজ করতে; কিন্তু জানে না স্বপ্ন কিভাবে পূরণ হবে। কারণ স্বপ্ন পূরণের সাধ্য তাদের নেই। আছে আকাশ ছোঁয়া স্বপ্ন, কষ্ট সয়ে নেয়ার মানসিকতা, কাজ করার অদম্য প্রচেষ্টা। নেই অতি বাস্তবতার হাতিয়ার অর্থ। তবুও হতাশ নয় তারা। বুকে তাদের অসীম সাহস আর বিশ্বাস উদার হৃদয়ের লম্বা হাত প্রসারিত করে কেউ না কেউ এগিয়ে আসবে তাদের পাশে। সাহায্যের সে লম্বা হাতের কোমল স্পর্শে পাহাড় ডিঙ্গিয়ে স্বপ্ন পূরণে এগিয়ে যাবে তারা

কমবে পরিবারের চাপ। সে আপন মনে চা বানায়। যোগায় তার পরিবারের সদস্যদের মুখের আহার।

দুই ভাইয়ের মধ্যে সৌরভ ছোট। বড় ভাই ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে শেষ বর্ষে পড়ালেখা করছে। অভাবী সংসারে দু'ভাইয়ের পড়ালেখার খরচ যোগাতে মানিক চৌহানের বুক ভেঙ্গে যায়। খেয়ে না খেয়ে দিন যায়। এমন পরিস্থিতিতে গাইবান্ধা সরকারী বালক উচ্চ বিদ্যালয় থেকে জিপিএ ৫ পেয়ে পাশ করে এবার নটরডেম কলেজে ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েও সৌরভের মুখে হাসি নেই। পড়ার খরচ জোগাবে কোথা থেকে? মা মীনা চৌহান জানান- "হাঁটু ভাঁজ করে বসতে পারিনা। হাঁটুতে ব্যথা, কোমরে ব্যথা। এ নিয়েও ঠোঙ্গা বানাই। কী করমু। সংসারেতো আর তার (মানিক চৌহান) একার রোজগারে অয় না। কয় টাকা আর কামাই হয়। তা দিয়ে ছেলে দুটোর পড়ালেখা আবার সংসারের খরচ। তাই আমি ঠোঙ্গা বানাই। দোকানে দোকানে দেই।" তিনি জানান, দৈনিক হাজার খানেকের মত ঠোঙ্গা বানায়। হাজারে মাত্র দেড়শ টাকা লাভ হয়। তবুওতো কিছু সহযোগিতা হয় সংসারে। একদিকে বাবা-মায়ের কষ্ট অন্য দিকে নিজের পড়াশুনা, এই দুয়ের মাঝে সৌরভ কিছুই বুঝে উঠতে পারছে না সে কী করবে। নটরডেমে চান্স পেয়েও যখন ভর্তি হতে পারছিল না, তখন আত্মীয় স্বজন প্রতিবেশি সবাই ধার দিয়ে সহযোগিতা ক ে র

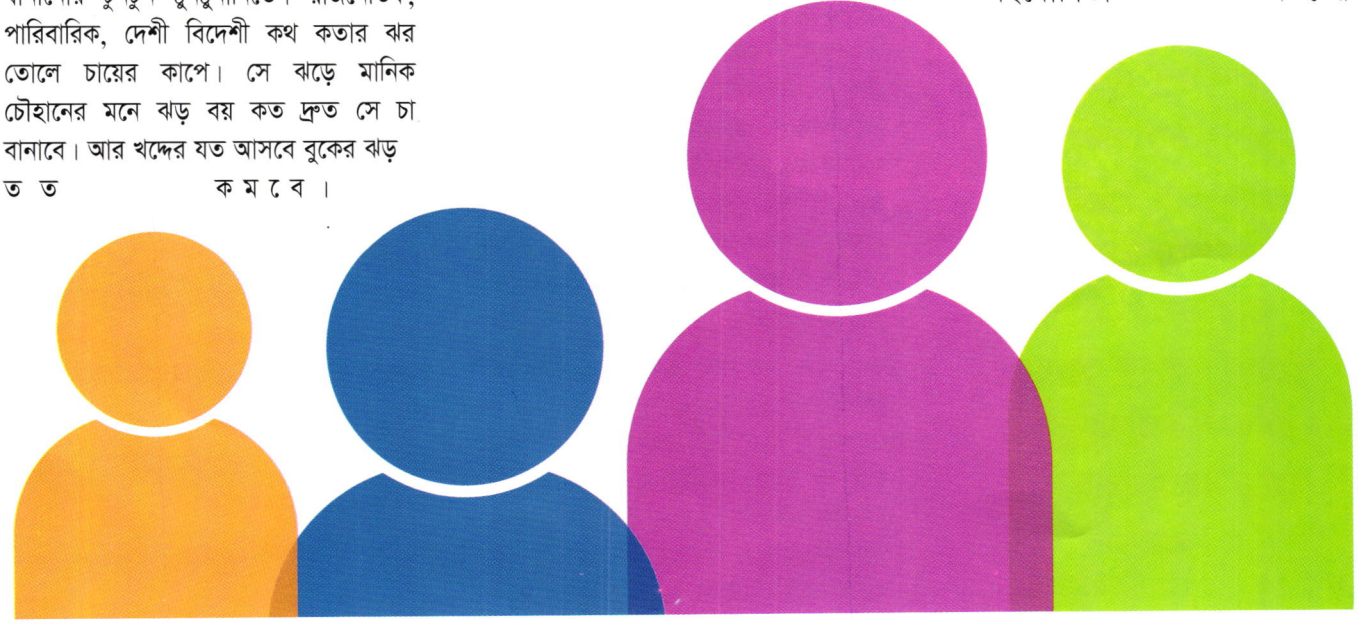

ভর্তির সুযোগ করে দেন। তারা পরামর্শ দেন এত ভাল কলেজে ভর্তির সুযোগ সবার হয় না, সবাই পায় না। ভর্তি করান। পরে একটা না একটা উপায় হবে। হ্যাঁ তাদের কথা সত্যি হয়েছে। সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেছে বুরো। আর সে সহযোগিতায় সৌরভ পড়ালেখার সুযোগ পাচ্ছে দেশের একটি বড় বিদ্যাপীঠ নটরডেম কলেজে। মেধাবী সৌরভের স্বপ্ন বড় হয়ে প্রকৌশলী হওয়ার।

নরম ছোট্ট কোমল হাতে কারও উঠেছে কোদাল, কেউ বা ধরেছে ভ্যানগাড়ির হাতল আর কেউবা খেটেছে মজুরি । পড়ার সুযোগ পেয়েছে নিশি রাতে। চারদিকের কোলাহল শূন্য নিরব নিঝুম রাতে কর্মক্লান্ত অলস দেহটা বিছানায় এলিয়ে না দিয়ে বইয়ের সাথে সময় কাটিয়েছে ওরা। আর তাইতো সফলতা ধরা দিয়েছে ওদের হাতে।পা রেখেছে সাফল্যের প্রথম সোপানে। অভাবী ঘরে জন্ম নিয়ে অভাব-অনটনেই বেড়ে ওঠা ওরা সমাজ কিংবা পরিবারেও সইতে হয়েছে লাঞ্ছনা। কিন্তু মনের জোর বলে কথা; যার কাছে সব বাধাই নতজানু। সে কুমিল্লার শহীদ জয়নাল আবেদিন মডেল স্কুল থেকে কৃতিত্বের সাথে জিপিএ ৫ পেয়ে তার প্রমাণ রেখেছে।

বলছি নোয়াখালীর মধ্যম বাগ্যা গ্রামের হান্নানের কথা। আট ভাই-বোনের মধ্যে সে ষষ্ঠ। মুদীর দোকানী আজিজ সোবহানের বাড়িতে জায়গীর থেকে পড়ালেখা করে হান্নান। সে আজিজ সোবহানসহ তার শিক্ষকদের কাছে চির কৃতজ্ঞ বলে জানায়। সে বলে, "প্রধান শিক্ষক কাজী নজরুল ইসলাম তার কাছ থেকে কম বেতন আবার কখনো কোন বেতনই নিতেন না। ঢাকায় দুইবার জাতীয় প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করি। একবার ন্যাশনাল হাইস্কুল প্রোগ্রামিং কন্ট্রাস্ট্র আর একবার বিজ্ঞান অলিম্পিয়াডে। যাতায়াতসহ এ সবকিছুর খরচ প্রধান শিক্ষক স্যার নিজে বহন করেছেন।" বিজ্ঞানের শিক্ষক কৃষ্ণ কমল স্যার তার বিজ্ঞান, গণিতসহ সব বিষয়ে প্রাইভেট পড়িয়েছেন বিনা বেতনে এবং তিনিই মূলত তাকে গাইড করতেন বলে সে জানায়। হান্নান বলে, মাঠ পর্যায়ে শিক্ষার জন্য তেমন কেউ কাজ করে না। প্রান্তিক পর্যায়ে ভাল শিক্ষক বা ছাত্ররা আসতে চায় না। এখানে সচেতনতার বেশ অভাব। বাল্য বিবাহ প্রচুর। কুসংস্কার এখনো গ্রামকে ঘিরে রেখেছে। কিন্তু গ্রামে গঞ্জেও ভাল শিক্ষক আছে, আছে মেধাবী শিক্ষার্থী। গ্রামের শিক্ষার্থীরা যাতে নির্বিঘ্নে তাদের পড়ালেখা চালিয়ে উজ্জ্বল ভবিষ্যত রচনা করতে পারে সে রকম একজন কারিগর সে হতে চায়। পড়ালেখা শেষ করে শিক্ষকতা পেশায় এসে সেসব সুবিধা বঞ্চিত শিক্ষার্থীদের পাশে থেকে প্রত্যক্ষভাবে কাজ করার স্বপ্ন তার। হান্নান বলে বুরোর সহযোগিতা আমার স্বপ্ন বাস্তবায়নে অগ্রণী ভূমিকা রাখবে। সে বর্তমানে নোয়াখালীর চর জব্বর ডিগ্রী কলেজে পড়ালেখা করছে।

> শত প্রতিকূলতা, যেকোন পরিস্থিতির সাথে নিরন্তর সংগ্রাম করেও জীবনে বড় হওয়ার স্বপ্ন আঁকা ওদের চোখ। ভাল ফলাফলে দুচোখ ভরা উচ্ছাস সেই সাথে আছে উচ্চ শিক্ষার ব্যয় ভার মিটানোর দুশ্চিন্তা। আরো আছে সব প্রতিবন্ধকতাকে দুমরে মুচড়ে বড় হওয়ার অদম্য প্রচেষ্টা

আঁধার ঘরের উজ্জ্বল প্রদীপ। ওরা জানে স্বপ্ন বুনতে, কাজ করতে; কিন্তু জানে না স্বপ্ন কিভাবে পূরণ হবে। কারণ স্বপ্ন পূরণের সাধ্য তাদের নেই। আছে আকাশ ছোঁয়া স্বপ্ন, কষ্ট সয়ে নেয়ার মানসিকতা, কাজ করার অদম্য প্রচেষ্টা। নেই অতি বাস্তবতার হাতিয়ার অর্থ। তবুও হতাশ নয় তারা। বুকে তাদের অসীম সাহস আর বিশ্বাস উদার হৃদয়ের লম্বা হাত প্রসারিত করে কেউ না কেউ এগিয়ে আসবে তাদের পাশে। সাহায্যের সে লম্বা হাতের কোমল স্পর্শে পাহাড় ডিঙ্গিয়ে স্বপ্ন পূরণে এগিয়ে যাবে তারা।

কথা হলো সব বাঁধা ডিঙ্গানো এসএসসি-তে জিপিএ ৫ পাওয়া চাঁপাইনবাবগঞ্জের গোমস্তাপুর সোলেমান মিয়া ডিগ্রী কলেজের ছাত্রী ময়ূরী খাতুনের সাথে। ময়ূরীর মা মুসলিমা বলেন, "ময়ূরীর বাপ বরফ (আইসক্রীম) বিক্রি করে। পরের মিলে বরফ বানায়। রাতের বেলায় বরফ করতে হয়। সকাল ছটায় বেরিয়ে যায়। সারাদিন বরফ বিক্রি শেষে সন্ধ্যায় ঘরে আসে। তিন মেয়ের পড়ালেখার যোগান দেয়া তার অনেক কষ্ট হয়। এই বরফ বিক্রির উপর আমাদের পাঁচ জনের সংসার নির্ভরশীল।"

ময়ূরীর এত ভাল রেজাল্টের পেছনে তার বাবা জেন্টু মিয়া এবং তার একমাত্র মামা সোহেল রানার অবদানের কথা জানায়। তার মামা মোবারকপুরে একজন উন্নয়ন কর্মী। প্রয়াস মানবিক উন্নয়ন সোসাইটিতে ব্যবস্থাপক হিসেবে কাজ করছেন তিনি। সারা মাসের খাতা কলম মামা মাসের শুরুতেই কিনে দিয়ে যেতেন। বাকী বাবার উপর আর মা-এর ক্ষুদ্র ঋণ সংস্থার উপর নির্ভর ছিল। এখন বুরোর সহযোগিতায় তার বাবার উপর চাপ কমে গেছে বলে সে জানায়। ময়ূরী বলে "সত্যি বলতে কি আমি জীবনে এতগুলো টাকা কখনো দেখিনি। যেদিন বুরোর বৃত্তি হিসেবে ছেচল্লিশ হাজার টাকা নিয়ে আমি আসি আমার অন্য রকম লাগছিল। সেটা বলে বোঝাতে পারব না। আমি যখন প্রাইভেট পড়তে যেতাম সেই রহনপুরে বুরো বাংলাদেশের একটা ছোট অফিস আছে। কিন্তু কখনো ওটাকে তেমন কিছু মনে হয়নি। বুরো বাংলাদেশ যে এত বড় প্রতিষ্ঠান আর মানুষের উপকার করে সেটা এ বৃত্তি পাবার পর জানলাম। আর মানুষও এনজিওকে অন্যভাবে দেখে। কিন্তু এনজিও যে মানুষের এত উপকার করে সেটা সবাই জানে না।" সে বলে, বুরোর সহযোগিতা পেয়ে তার পড়ালেখা নির্বিঘ্নে করে যেতে পারবে। তার বাবাকেও তার পড়ালেখার জন্য ভাবতে হবে না। তার উপর অনেক চাপ কমে গেছে বলে সে জানায়।

বুরো বাংলাদেশ-এর পক্ষ থেকে এ বছর মোট চব্বিশ জনকে শিক্ষা বৃত্তির সুযোগ দেয়া হলো। গ্রামের মেধাবী, অসচ্ছল পরিবারের শিক্ষার্থীরা এ শিক্ষা বৃত্তির সুযোগ পায়। দেশের জাতীয় দৈনিক গুলোর সংবাদের পরিপ্রেক্ষিতে যাচাই বাছাই করে প্রকৃত দরিদ্র মেধাবীদের এ শিক্ষা বৃত্তি দেয়া হয়। সব বাঁধা অতিক্রম করে এ সংগ্রামী মেধাবী শিক্ষার্থীরা স্ব স্ব মেধা আর কঠোর অধ্যবসায় দিয়ে নিজেদের সুন্দর ভবিষ্যৎ রচনা করে দেশের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে এটাই বুরোর প্রত্যাশা।

• শেফালী খাতুন
উর্দ্ধতন ব্যবস্থাপক-অর্থ ও হিসাব

জীবনব্যাপী শিক্ষার সঙ্গে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার সংযোগ সাধন বিষয়ক কর্মশালা

আমার অভিজ্ঞতা

গণস্বাক্ষরতা অভিযান নামক সংস্থার আয়োজনে এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন এর সহায়তায় "জীবনব্যাপী শিক্ষার সঙ্গে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার সংযোগ সাধন"- বিষয়ক কর্মশালায় আমি অংশগ্রহণ করার সুযোগ পেয়েছিলাম। কর্মশালাটি ৪ দিন ব্যাপী অর্থাৎ ১২-১৫ই নভেম্বর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই কর্মশালায় আমি যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি তা আমার সহকর্মীদের সাথে শেয়ার করার উদ্দেশ্যে আজকে এই লিখার প্রয়াস।

রিসোর্স পার্সন এ.বি.এম খোরশেদ আলম, জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি-২০১১ এর মূল প্রতিপাদ্য ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। তাঁর আলোচনার বিষয় ছিল- শিক্ষা ও দক্ষতা কি? দক্ষতা শূণ্যতা কি? জীবনব্যাপী শিক্ষার সঙ্গে কিভাবে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা সংযোগ সাধন হবে? জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন পরিষদের কার্যক্রম কি এবং এ প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা কি ? বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক শ্রমবাজারে টিকে থাকার জন্য জ্ঞান, দক্ষতাকে কিভাবে আরো শাণিত করা যায় এ বিষয়ে তিনি প্রাণবন্ত আলোচনা করেন। মানুষকে কর্মমুখী করা Skill Development Training এর উদ্দেশ্য। যে, যে পরিসরে কাজ করছে তার সঙ্গে Technology- এর ব্যবহারের গুরত্ব এবং যন্ত্রের সাথে মানুষের কাজের সমন্বয় করার প্রতি তিনি দৃষ্টি আর্কষণ করেন। এতে করে Productivity বেড়ে যাবে, সময় কম লাগবে, Quality সম্পন্ন কাজ হবে।

অপর রিসোর্স পার্সন তপন কুমার দাশ তার উপস্থাপনায় উল্লেখ করেন - বিশ্ব দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে, পূর্ব এশিয়াও টেকনিক্যাল ক্ষেত্রে যথেষ্ট এগিয়ে যাচ্ছে, এনজিওদের টেকনিক্যাল শিক্ষার দিকে মনোনিবেশ করতে হবে। প্রত্যেকের কাজের জায়গাকে সম্মান দেওয়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। সাক্ষরতার সাথে টেকনিক্যাল বিষয়টা যোগ করার সময় এসেছে। মূলত সাধারণ শিক্ষার সাথে টেকনিক্যাল শিক্ষা যোগ হলেই পার্থক্য নির্ধারিত হয়।

২য় দিনে Sustainable Development Goal এর বিষয়ে আলোচনা করা হয়। এতে দেখানো হয় SDG তে ২০২০ সালের মধ্যে অর্জনের জন্য কি কি লক্ষ্য নির্ধারণ করা রয়েছে। এর মৌলিক বিষয়গুলো হলো-

• দারিদ্র বিমোচন, • ক্ষুধামুক্তি, • সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ • মানসম্মত শিক্ষা, • জেন্ডার সমতা • বিশুদ্ধ পানি ও পয়: নিষ্কাশন, • ব্যয়সাধ্য ও টেকসই জ্বালানি, • সবার জন্য ভালো কাজ ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, • শিল্প, উদ্ভাবন, উন্নত অবকাঠামো প্রবৃদ্ধি, • বৈষম্য হ্রাসকরণ, • টেকসই শহর ও সমাজ, • দায়িত্বশীল ভোগ ও উৎপাদন, • জলবায়ু কার্যক্রম, • সমুদ্রের সুরক্ষা, • ভূমির সুরক্ষা, • শান্তি ও ন্যায়বিচার • লক্ষ্য অর্জনের জন্য অংশিদারিত্ব

এরপর আলোচনার মূল বিষয়বস্তু ছিল- SDG এর চতুর্থ লক্ষ্য অর্থাৎ মান সম্মত শিক্ষা এবং দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রম, জীবনব্যাপী শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রম। তথ্যসমৃদ্ধ ও বিশ্লেষণধর্মী উপস্থাপনার মাধ্যমে বিষয়টি তুলে ধরা হয়। মৌলিক শিক্ষার পরবর্তী পর্যায়ে জীবনের জন্য, জীবন থেকে জীবিকার উন্নয়নের জন্য যে কোন শিক্ষার আয়োজনই হলো জীবনব্যাপী শিক্ষা। এই শিক্ষা প্রধানত একটি প্রক্রিয়া, কিন্তু বিষয়সূচী ততটা মুখ্য নয়। যে কোন উপায়ে অর্জিত মৌলিক শিক্ষার পরপরই শুরু হয় জীবনব্যাপী শিক্ষা।

৩য় দিনের প্রধান কার্যক্রম ছিল-

• কারিগরি ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন
• মাঠ পরিদর্শনের অভিজ্ঞতা বিনিময়
• কারিগরি শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন পরিকল্পনায় তৃণমূল পর্যায়ের প্রতিনিধিত্বমূলক মতামত ও প্রস্তাবনা প্রদান

৪র্থ দিনের প্রধান কার্যক্রম ছিল-

• দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রমে জনঅংশগ্রহণ ও জেন্ডার ইস্যু
• জীবনব্যাপী শিক্ষার সঙ্গে কারিগরি শিক্ষা সম্পৃক্তকরণে কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন

নারীদের জন্য অর্থপূর্ণ কর্মসংস্থান, অথবা তারা যে কাজ করছেন তাতে আরো উন্নতি করার জন্য তারা যাতে প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করতে পারেন সেজন্য আনুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক উভয় কর্মসূচিতে তাদের জন্য সমান সুযোগ থাকা উচিৎ। বর্তমানে পরিচালিত দক্ষতা উন্নয়নে নারীদের অংশগ্রহণের নীচু হার, বিশেষ করে আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে লিঙ্গ অসমতা সংশোধন করার জন্য বিশেষ প্রচেষ্টা নেয়ার উপর গুরুত্ব তুলে ধরা হয়।

এভাবে ৪ দিনের কর্মশালার পর কোর্সের পরিসমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। আমি এই কর্মশালা থেকে যে বিষয়গুলি নিজের মধ্যে আত্মস্থ করেছি তা হলো-

• মানুষ নানাভাবে শিখে। যে পদ্ধতিতেই শিখুক না কেন এই শেখার মাধ্যমে মানুষ প্রাথমিকভাবে এক ধরণের মৌলিক শিক্ষা অর্জন করে। এই নানারকমের ও নানাভাবে অর্জিত শিখন বা শিক্ষা হলো মৌলিক শিক্ষা।

• মৌলিক শিক্ষার পরবর্তী পর্যায়ে জীবনের জন্য, জীবন থেকে, জীবিকার উন্নয়নের জন্য যে কোনো শিক্ষার আয়োজনই হলো জীবনব্যাপী শিক্ষা।

• অনেক মানুষই কোনো আনুষ্ঠানিক শিক্ষা বা প্রশিক্ষণ ছাড়াই কাজের মাধ্যমে এবং জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করেন। তাদের অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতার স্বীকৃতি দেয়া এবং অধিকতর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের আরো সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে পূর্ব অভিজ্ঞতার স্বীকৃতির জন্য একটি পদ্ধতি চালু করা।

• প্রযুক্তির সাথে সম্পৃক্ত হওয়া। যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলার জন্য প্রযুক্তির বিকল্প নাই।

• নার্গিস ইসলাম
উর্ধ্বতন ব্যবস্থাপক, মনিটরিং ও রিপোর্টিং বিভাগ

নির্বাহী পরিচালকের শুভ জন্মদিন

৩১ ডিসেম্বর ছিল বুরো বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালক জাকির হোসেন-এর জন্মদিন। বিগত বছরের মত এবারও প্রধান কার্যালয়ে তাঁর জন্মদিন উদযাপিত হয়েছে অনাড়ম্বর অথচ আনন্দঘন পরিবেশে।

জন্মদিন উদযাপন অনুষ্ঠানটিকে ভাগ করা হয়েছিল তিনটি পর্বে। প্রথম পর্বে দিনের শুরুতেই প্রধান কার্যালয়ের প্রতিটি বিভাগের কর্মীরা নির্বাহী পরিচালকের অফিস কক্ষে এসে তাঁকে ফুলেল শুভেচ্ছায় সিক্ত করেন। শাহীনুর ইসলাম খান এর নেতৃত্বে প্রশাসন বিভাগ, খন্দকার মুখলেছুর রহমানের নেতৃত্বে কর্মসূচী বিভাগ, আশরাফুল ইসলাম খান এর নেতৃত্বে মানবসম্পদ বিভাগ, আব্দুল হালিম এর নেতৃত্বে অর্থ ও হিসাব বিভাগ, নজরুল ইসলামের নেতৃত্বে প্রশিক্ষণ বিভাগ, আমিনুল করিম মজুমদারের নেতৃত্বে নিরীক্ষা বিভাগ, শাহীনুর ইসলামের নেতৃত্বে আইসিটি বিভাগ, এসএমএ রকিবের নেতৃত্বে রেমিটেন্স বিভাগ, থই নু মং এর নেতৃত্বে প্রকল্প বিভাগ এবং সব শেষে সাইদ আহমদ খানের নেতৃত্বে মনিটরিং ও রিপোর্টিং বিভাগের কর্মীরা ধারাবাহিকভাবে নির্বাহী পরিচালককে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান। মনিটরিং ও রিপোর্টিং বিভাগের কর্মীরা প্রধান কার্যালয়ের সকল বিভাগের পক্ষ থেকে একটি কেকও উপহার দেন। পরিচালকবৃন্দ ও প্রধান কার্যালয়ের সর্বস্তরের কর্মীদের সাথে নিয়ে নির্বাহী পরিচালক জাকির হোসেন জন্মদিনের ওই কেকটি কাটেন অনুষ্ঠানের তৃতীয় পর্বে ।

দ্বিতীয় পর্বটি ছিল পরিচালকমন্ডলীর জন্য। এ পর্বে নির্বাহী পরিচালককে সম্মিলিতভাবে ফুল দিয়ে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানান পরিচালক অর্থ মোশাররফ হোসেন, পরিচালক বিশেষ কর্মসূচী সিরাজুল ইসলাম, অতিরিক্ত পরিচালক বিশেষ কর্মসূচী প্রাণেশ বণিক, সহকারী পরিচালক কর্মসূচী ফারমিনা হোসেন এবং প্রধান সমন্বয়কারী নির্মাণ মুকিতুল ইসলাম। ফুলেল শুভেচ্ছা বিনিময়ের পর নির্বাহী পরিচালক অন্যান্য পরিচালকবৃন্দকে সাথে নিয়ে কেক কাটেন এবং শুভেচ্ছা জানানোর জন্য তাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

অনুষ্ঠানের তৃতীয় পর্বে পরিচালকবৃন্দ, বিভাগীয় প্রধান ও সর্বস্তরের কর্মীদের সাথে নিয়ে কেক কেটে নির্বাহী পরিচালক তাদের আনন্দ-উচ্ছ্বাসের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করেন এবং সংক্ষিপ্ত শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। বক্তব্যে জন্মদিনে শুভেচ্ছা জানাবার জন্য তিনি প্রত্যেককে ধন্যবাদ জানান এবং বুরো বাংলাদেশকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। আমরা সকলে নির্বাহী পরিচালক মহোদয়ের সুস্থ ও দীর্ঘ জীবন কামনা করি।

• **আশরাফুল আলম খোশনবীশ**
অফিস ব্যবস্থাপক , প্রধান কার্যালয়

গভর্ণিং বডির ১২০ তম সভা

গত বছর ২৮শে নভেম্বর বুরো বাংলাদেশের গভর্ণিং বডির ১২০তম সভা প্রধান কার্যালয় মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় গভর্ণিং বডির সম্মানিত সদস্যগণ, নির্বাহী পরিচালকসহ সকল পরিচালক এবং প্রধান সমন্বয়কারী-নির্মাণ উপস্থিত ছিলেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন বুরো বাংলাদেশের সম্মানিত চেয়ারম্যান জনাব সুখেন্দ্র কুমার সরকার।

কর্মসূচীর মান উন্নয়ন এবং সম্প্রসারণে এলাকা ভিত্তিক কার্যক্রম

গত প্রান্তিকে কর্মসূচীর মান উন্নয়ন, বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং সম্প্রসারণের জন্য করণীয় নির্ধারণের উদ্দেশ্যে বুরোর ২২টি টীম দেশব্যাপী প্রত্যেকটি শাখা পরিদর্শন এবং কর্মীদের সাথে মত বিনিময় করেছে। সবশেষে প্রতিটি এলাকায় শাখা ব্যবস্থাপকসহ সকল কর্মীদের নিয়ে একটি করে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে যেখানে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে খোলামেলা আলোচনা হয়। অবশ্য পুরো জানুয়ারী মাস জুড়েই এই প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে; এ মাসে অঞ্চলভিত্তিক এলাকা ব্যবস্থাপকদের নিয়ে আলাদা সভা অনুষ্ঠিত হবে।

ওয়াটার ক্রেডিট প্রকল্পের নতুন প্রকল্প ব্যবস্থাপক

বুরো বাংলাদেশের বাস্তবায়নাধীন ওয়াটার ক্রেডিট প্রকল্পের প্রকল্প ব্যবস্থাপক হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন জনাব এস জেড এম শাহরিয়ার। মনিটরিং কর্মকর্তা হিসাবে শুরু থেকেই তিনি এই প্রকল্পের সাথে যুক্ত রয়েছেন। জনাব শাহরিয়ার পূর্বতন ব্যবস্থাপক জনাব থুই নু মং এর স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন। থুই নু মং সম্প্রতি ইউনিসেফের একটি প্রকল্পে যোগদান করেছেন। আমরা জনাব শাহরিয়ারকে অভিনন্দন জানাই এবং তার সাফল্য কামনা করি।

প্রধান কার্যালয়ে অতিথি

বুরো বাংলাদেশের একজন সুহৃদ মিস মাধুরান্তিকা মৌলিক সম্প্রতি বুরোর প্রধান কার্যালয়ে এসেছিলেন। তিনি নির্বাহী পরিচালকসহ বিভিন্ন কর্মকর্তার সাথে মত বিনিময় করেন। মিস মাধু বর্তমানে মালয়েশিয়ায় Capacity Building Manager হিসাবে Alliance for Financial Inclusion (AFI) নামক প্রতিষ্ঠানে কর্মরত রয়েছেন।

ওয়াটার ক্রেডিট প্রকল্পের তৃতীয় পর্যায় শুরু

দাতা সংস্থা ওয়াটার ওআরজি এর সহযোগিতায় প্রথম দুই পর্যায়ের সফল বাস্তবায়নের পর গত বছরের অক্টোবর মাস থেকে ওয়াটার ক্রেডিট প্রকল্পের তৃতীয় পর্যায়ের বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে। প্রথম দুই পর্যায়ে মোট ৫০,০০০ পরিবারকে প্রকল্প সেবা দেয়া হয়েছে। তৃতীয় পর্যায়ে আরও ২২,০০০ পরিবারে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং আর্থিক সহযোগিতার মাধ্যমে নিরাপদ পানির ব্যবস্থা এবং স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা স্থাপন নিশ্চিৎ করা হবে। সংস্থার কর্মীদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় বর্তমানে সারাদেশের ৪১৬ শাখায় এই প্রকল্পের কাজ সুষ্ঠুভাবে এগিয়ে চলেছে।

শীতার্তদের মাঝে বুরো বাংলাদেশের শীত বস্ত্র বিতরণ

বরাবরের মত এবারও শীতার্ত মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছিল বুরো বাংলাদেশ। কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, পঞ্চগড় ও ঠাকুরগাও জেলার কয়েক হাজার দুস্থ ও শীতার্ত পরিবারের মাঝে বুরো বাংলাদেশ কর্তৃক ২০০০টি কম্বল বিতরণ করা হয়। বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় জনপ্রতিনিধিসহ প্রশাসনের কর্মকর্তাবৃন্দ। বুরো বাংলাদেশ-এর পক্ষে ছিলেন মনিটরিং ও রিপোর্টিং বিভাগের সমন্বয়কারী মোঃ সাঈদ আহমেদ খাঁন, বগুড়ার বিভাগীয় ব্যবস্থাপক মোঃ এরশাদ আলম, ঠাকুরগাঁও এর আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক (ভারঃ) মোঃ শামসুল ইসলাম, রংপুরের আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক (ভারঃ) উত্তম কুমার বসাক এবং দুই অঞ্চলের এলাকা ব্যবস্থাপকবৃন্দ।

Business and financial literacy প্রকল্পের নতুন চুক্তি সম্পাদিত

সম্প্রতি Business and financial literacy প্রকল্পের জন্য দাতা সংস্থা মাষ্টারকার্ডের সাথে Give2Asia নামক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বুরো বাংলাদেশের সাথে পঞ্চম পর্যায়ের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। চুক্তির অধীনে ১৫০০০ নারী ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাকে ব্যবসা পরিচালনা বিষয়ক financial literacy প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। উল্লেখ্য যে, প্রথম চার পর্যায়ে মোট ১,৫০,০০০ জন নারী ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাকে Business and financial literacy প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছিল।

বুরো বাংলাদেশের ২৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা

গত ২৮শে ডিসেম্বর বুরো বাংলাদেশের ২৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা প্রধান কার্যালয় মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সাধারণ পরিষদের সম্মানিত সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন বুরো বাংলাদেশের সম্মানিত চেয়ারম্যান জনাব সুখেন্দ্র কুমার সরকার। সভায় আলোচ্যসূচীর মধ্যে অন্যতম ছিল ২০১৬-১৭ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন অনুমোদন এবং ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেট অনুমোদন।

অবসরগ্রহণ

পরিচালক-ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা জনাব খন্দকার মাহফুজুর রহমানের বুরো বাংলাদেশে শেষ কর্মদিবস ছিল গত ৩১ শে ডিসেম্বর ২০১৭। দীর্ঘ ৭ বছর একটানা নিষ্ঠা সহকারে বুরো বাংলাদেশ-এ কর্মসম্পাদনের পর তিনি অবসরগ্রহণ করলেন। বুরো কর্তৃপক্ষ এই নিবেদিতপ্রাণ কর্মকর্তার সুস্থ জীবন এবং দীর্ঘায়ু কামনা করছে।

শিক্ষা সহায়তা প্রদান অনুষ্ঠান

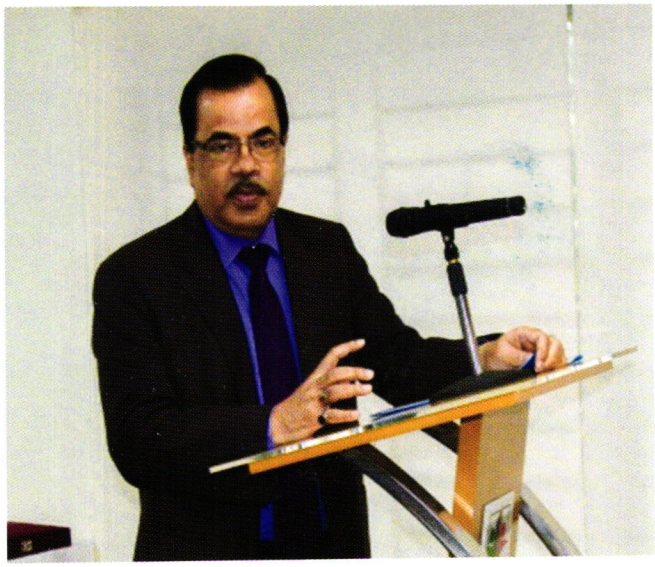

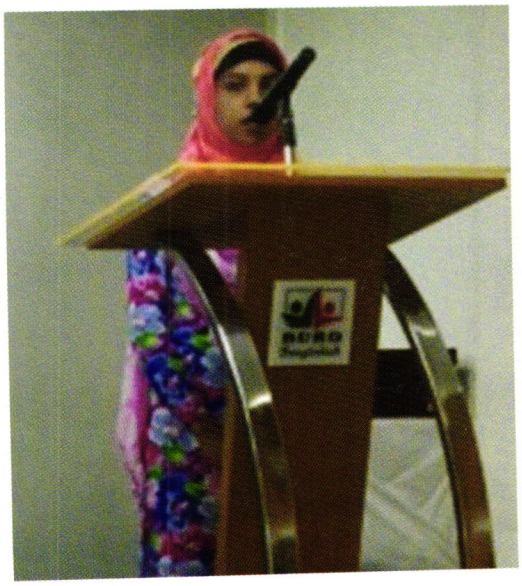

ফটো গ্যালারী

BURO Bangladesh

বুরো বাংলাদেশ-এর অভ্যন্তরীণ মুখপত্র

অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৭ • সংখ্যা-১১ • বর্ষ-৩

ফটো গ্যালারী

শিক্ষা সহায়তা প্রদান অনুষ্ঠান

খবরাখবর সংগ্রহ ও সংকলনে: প্রাণেশ বণিক

উপদেষ্টা: জাকির হোসেন, সম্পাদকমণ্ডলী: প্রাণেশ বণিক, নজরুল ইসলাম, এস এম এ রকিব, নার্গিস মোর্শেদ

বুরো বাংলাদেশ কর্তৃক বাড়ি-১২/এ, ব্লক-সিইএন(এফ), সড়ক-১০৪, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২ থেকে প্রকাশিত। ফোন: ৯৮৬১২০২, ৯৮৮৪৮৩৪, ফ্যাক্স: ৯৮৫৮৪৪৭, ইমেইল: buro@burobd.org, ওয়েব: www.burobd.org